

BENGALI

PAPER—II

( LITERATURE )

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

**QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS**

**Please read each of the following instructions carefully  
before attempting questions**

There are EIGHT questions divided in two Sections.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in BENGALI (Bengali script).

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

## SECTION—A

1. প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন (প্রতিটি অংশের উত্তরের জন্য শব্দসংখ্যার উর্ধ্বসীমা 150) :

10×5=50

(a) আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ  
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।  
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ  
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা ॥  
আজু মবু গেহ গেহ করি মানলুঁ  
আজু মবু দেহ ভেল দেহা।  
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল  
টুটল সকল সন্দেহা ॥

(b) প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।  
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥  
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।  
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন ॥  
এইমত পরমফল পরম পুরুষার্থ।  
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

(c) কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উল্লিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উল্লিসাকে কহিলেন, তুমি আমার উপকার করিয়াছ কিনা তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস-দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব?

(d) টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াশা  
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,  
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে  
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে  
স্তব্ধ সকাতির। চঞ্চল শ্রোতের নীরে  
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া—  
অশ্রু বৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

(e) পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দৃষ্টিগত মানুষের স্বহস্তে গড়া, যার ভালোমন্দ—অভ্যাস, প্রথা, দেশাচার, লোকাচার সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নিষ্ঠুরতা সেরকম নয়, এটা একেবারে আদিম দোষ; এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই; হৃদয় যদি আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ করে না রেখে দিই, তাহলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ ওটা আমরা হেসে-খেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দ-সহকারে করে থাকি, এমন-কি যে না করে তাকে কিছু অদ্ভুত বলে মনে হয়। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা।

2. (a) শ্রীচৈতন্যের সুগভীর ভাবানুভূতির দ্বারা পদাবলী সাহিত্য কী পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল তা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের দুজন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবির কয়েকটি পদের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর দুজন বিশিষ্ট কবির কয়েকটি পদের তুলনা করে প্রতিপন্ন করুন। 18
- (b) “মুকুন্দের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে করুণ রসের পাশাপাশি হাস্যরসের চমৎকার প্রয়োগের উদাহরণ কালকেতু আখ্যান।” উদাহরণসহ অভিমতটির যৌক্তিকতা বিচার করুন। 16
- (c) ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ অনুসরণে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনা বিবৃত করুন। 16
3. (a) “কবিকঙ্কণ তাঁর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের কালকেতু-কাহিনিতে একই সঙ্গে সরল ও বক্র চরিত্র অঙ্কন করে অসাধারণ রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।” এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে যে কোনো দুটি চরিত্রের লিপিত্রিট্র একে একে মন্তব্যের ব্যাখ্যা করুন। 18
- (b) কাহিনির আরম্ভ থেকে পরিণাম বিচার করলে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর নায়ক কাকে বলা যাবে—রাবণকে না মেঘনাদকে, আলোচনা করুন। 16
- (c) “বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে বারংবার আবর্তিত হইয়াও কপালকুণ্ডলা চরিত্রে কাঠিন্য সঞ্চারিত হয় নাই, কোমলা চিরন্তনী নারীই উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়াছে।” চরিত্রটির সামগ্রিক পর্যালোচনার দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করুন। 16
4. (a) “শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।” সামাজিক অসাম্য মোচনের জন্য শিক্ষার, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘সাম্য’ প্রবন্ধে যে-সকল যুক্তি দেখিয়েছেন তা বিবৃত করে এক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতার মূল্যায়ন করুন। 18
- (b) “নিসর্গচেতনা থেকে একই সঙ্গে সৌন্দর্যস্পৃহা এবং বিশ্বাস্ত্রবোধের বাসনা উপজাত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।” এই কাব্যের ‘সমুদ্রের প্রতি’ ও ‘বসুন্ধরা’ কবিতা দুটির আলোকে বিষয়টি আলোচনা করুন। 16
- (c) শিলাইদহ থেকে লেখা ‘ছিন্নপত্রাবলী’-র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।” এই চিঠির কথা মনে রেখে শিলাইদহ-পর্বে রবীন্দ্র-মনে পৃথিবী-চেতনা কীভাবে বিকশিত হয়েছে তা আলোচনা করুন। 16

#### SECTION—B

5. প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন (প্রতিটি অংশের উত্তরের জন্য শব্দসংখ্যার ঊর্ধ্বসীমা 150) : 10×5=50

- (a) এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই—একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ওই মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।
- (b) নামহীন যে অচেনা বার বার পার হয়ে যায়  
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,  
তারি যেন বহে নিশ্বাস,  
সন্দেহের আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।  
গাড়ি চলে,  
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।  
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে  
কোন দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।



(c) ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—  
তাহার উদ্ভাদ ভঙ্গীতে অচলা কাঠ হইয়া উঠিল। কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল, বেয়ারাটা—  
কিন্তু সে অশ্রুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের  
পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে  
স্থান-কালের অতীত।

(d) মানুষে কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত  
লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে  
মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট  
একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

(e) মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,  
না এলোই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে;  
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি  
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;  
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—  
শাস্ত্রত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

6. (a) 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনীর আভরণস্বরূপ প্রিয় রক্তকরবী ফুলটি কেমন করে অন্যান্য চরিত্রের কাছে গভীর  
কোনো সংকেত বহন করে এনেছে তার সবিস্তার আলোচনা করুন। 18
- (b) 'নবজাতক' কাব্যের একাধিক কবিতায় সমসাময়িক বিশ্ব-রাজনীতির কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর  
স্বকীয় যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তার যৌক্তিকতা নির্ণয় করুন। 16
- (c) “‘গৃহদাহ’ উপন্যাসে সুরেশ অনেকটা অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব হওয়ায় খলচরিত্র (villain) হিসাবে সম্পূর্ণ  
সার্থক হয় নি।” সুরেশ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে এই অভিমতের যথার্থ্য নিরূপণ করুন। 16
7. (a) “পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাদ্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট; কি বহির্জগৎ কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই  
তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।” ‘বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা  
আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন। 18
- (b) “‘আরণ্যক’ উপন্যাসের লেখক জীবনের সংঘাত-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে অনন্ত জীবন-রহস্যকে বড় করে তুলে  
ধরেছেন।” এই অভিমত বিচার করুন। 16
- (c) “যা একদিন জৈব প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠ প্রকাশের মধ্যে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক ছিল, আজ তা-ই মানবমনের  
অদৃশ্য চোরাগলির মধ্যে কুৎসিত কদর্য রূপ নিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।” মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
‘প্রাগৈতিহাসিক’ ও ‘সরীসৃপ’ গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন। 16
8. (a) জীবনানন্দের ‘আট বছর আগের একদিন’ এবং ‘ঘোড়া’ কবিতা দুটি বিশ্লেষণ করে এগুলিতে যথাক্রমে  
অস্তিত্ববাদী ও পরাবাস্তববাদী ভাবনার রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিন। 18
- (b) “‘জাগরী’ উপন্যাসটি তার আন্তরিকতাপূর্ণ অথচ মননশীল কথনভঙ্গি ও পরিবেশ-বাস্তবতার জন্য উপভোগ্য হয়ে  
উঠেছে।” এই মন্তব্যের যথার্থ্য বিচার করুন। 16
- (c) ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে বাঙালি জীবনের হতাশা, অবসাদ ও অবক্ষয়ের যে চিত্র পাওয়া যায় তার পূর্ণ পরিচয়  
দিন। 16

\*\*\*